188

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... SEP. 1 1 [illegible]
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ......

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খামখেয়ালী

বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এসব নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যাকে আরো প্রকট করেছে। এ পরিস্থিতিতে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাসহ সাধারণভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল মহল প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং ক্ষতিকর কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ প্রদান করা থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু অন্য অনেক উপলক্ষের মতো আরো একবার একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সুষ্ঠু কোনো পরামর্শ গ্রহণ বা বিবেচনা করতে সম্মত নয়। বরং সমস্যার সমাধানের চাইতে সমস্যা বাড়ানোর এবং সমস্যাকে প্রকট করে তোলার ব্যাপারেই এর আগ্রহ বেশী।

অভিযোগটি নতুন পর্যায়ে সামনে এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সাম্প্রতিক নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে। জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, গত ৬ জুলাই দেশের সকল সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার উদ্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাতটি নির্দেশ জারি করেছে। এর পঞ্চম বা (ঙ) নম্বরে সকল শিক্ষককে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, এজন্য প্রয়োজনে ক্লাস রুটিন পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে।

দৃশ্যত সরকারী অফিস সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে জারি করা হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নির্দেশটি তীব্র অসন্তোষ এবং মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর প্রধান কারণ হলো, রাজধানী ঢাকায় তো বটেই দেশের অনেক স্থানেও এখন অসংখ্য স্কুল-কলেজ চলে দু'টি পৃথক শিফটে। প্রভাতী বা সকালের শিফটে ৭টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত এবং দিবা বা দিনের শিফটে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ক্লাস নেয়া হয়। এই আয়োজনের পেছনে রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলানের অনস্বীকার্য প্রয়োজনীয়তা। দু'টি শিফট চালু থাকার ফলে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যেমন লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে, তেমনি চাকরিও পাচ্ছেন বিপুল সংখ্যক শিক্ষক। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আলোচ্য নির্দেশ মানতে হলে যে কোনো এক শিফটের ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজ ত্যাগ করতে হবে, সে শিফটের জন্য নিয়োজিত শিক্ষকরাও চাকরি হারাবেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক আনুমানিক পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে ৩৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী শিক্ষাবঞ্চিত হবে এবং ৩০ শতাংশ শিক্ষক বেকার হয়ে পড়বেন।

সম্ভাব্য সমস্যার অন্যদিকগুলোও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের শহরগুলোতে চাকরিজীবী অভিভাবকরা সাধারণত অফিসে যাওয়ার পথে ছেলেমেয়েদের স্কুলে দিয়ে যান। ৯টা-৫টা সময়সূচীতে তা সম্ভব হবে না এবং এর ফলে শিক্ষাবঞ্চিত হবে অসংখ্য শিশু-কিশোর। তাছাড়া একটানা আট ঘন্টা ক্লাস করার পর স্বাভাবিকভাবে ছাত্রছাত্রীরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে, সেই সঙ্গে রয়েছে যানজটসহ যাতায়াতের ভয়াবহ সমস্যা। এ অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বাড়ীতে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয়া এবং শিক্ষকদের নির্দেশিত হোম টাস্ক সম্পন্ন করা অসম্ভব বা কষ্টকর হয়ে উঠতে পারে। যার ফলে শিক্ষার মানই শুধু কমবে না, পাশাপাশি বাড়বে অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। ওদিকে সমস্যা মারাত্মক হবে বিশেষ করে মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের। সেখানে অনেক ছাত্রছাত্রীকে এমনকি কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে স্কুল-কলেজে যাতায়াত করতে হয়। শীতকালে ৫টার পরপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় এসব ছাত্রছাত্রীকে নানাদিক থেকে অসুবিধায় পড়তে হবে।

এভাবে পর্যালোচনায় দেখা যাবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মানতে গেলে সুফলের চাইতে কুফল বেশী হবে অনেক কারণে এবং সামগ্রিক বিচারে অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজধানীর কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে নির্দেশানুসারে উদ্যোগ নিতে গিয়ে মারাত্মক সমস্যার সামনে পড়েছে এবং ৯টা-৫টার সময়সূচী পরিত্যাগ করেছে। এমনকি এক শিফটের স্কুলেও এ সময়সূচী সফল হতে পারেনি।

আমরা মনে করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আলোচ্য নির্দেশটি সকল দিক থেকেই বাস্তবতার পরিপন্থী। এই নির্দেশের বাস্তবায়ন ঘটলে একদিকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, অন্যদিকে বেকার হয়ে পড়বেন অসংখ্য শিক্ষক। এমন একটি পরিস্থিতি কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সমস্যার অন্যদিকগুলোকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। লেখাপড়া করা বা করানোর কোনোটিই সরকারী অফিসের কেরানীগিরির মতো কাজ নয় যে, প্রতিদিন আট ঘন্টার সময়সূচী বিরাট সুফল বয়ে আনবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্প সংখ্যা এবং স্থানাভাবের সমস্যার কথাও যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বললেই রাতারাতি ৩৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর জন্য নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় ৩০ শতাংশ শিক্ষকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। সম্ভাব্য নানামুখী সমস্যা অসুবিধার প্রেক্ষাপটে আমরা তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশটিকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করি এবং অবিলম্বে নির্দেশটি প্রত্যাহার করার দাবী জানাই। একথা বলা আমরা জাতীয় দায়িত্ব মনে করি যে, কল্যাণকর এবং বাস্তবসম্মত কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে সময়ে সময়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ চাপিয়ে দেয়ার নীতি ও কার্যক্রম থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরস্ত থাকা উচিত।